এমসিকিউ অংশে ভুল

ঢাবি ‘ক’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল স্থগিত

সংবাদ : প্রতিনিধি, ঢাবি

| ঢাকা , সোমবার, ২১ অক্টোবর ২০১৯

ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ক’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল স্থগিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ‘ক’ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী গতকাল সন্ধ্যায় সংবাদকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল দুপুরে ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলে নানারকম অসঙ্গতি রয়েছে বলে অভিযোগ করে শিক্ষার্থীরা। ভর্তিচ্ছুদের অভিযোগ, ভর্তি পরীক্ষার চারটি অংশের মধ্যে গণিত অংশে সঠিক উত্তরের সংখ্যাকে ভুল হিসেবে গণনা করা হয়েছে। এতে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মেধাতালিকায় পিছিয়ে পড়েছেন। অনেকে আবার উত্তীর্ণই হতে পারে নি। অভিযোগকারী এক শিক্ষার্থীর ফল ঘেটে দেখা যায়, পদার্থ অংশে ১৪টি প্রশ্নের মধ্যে ১৩টি, রসায়ন অংশে ১৩টির মধ্যে ১১টি, জীববিজ্ঞান অংশে ৪টির মধ্যে ৪টিরই সঠিক উত্তর দিয়েছেন এবং গণিত অংশে ১২টির মধ্যে

১১টিই ভুল উত্তর দিয়েছে সে। তবে শিক্ষার্থীর ফল
: পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫
ফল : স্থগিত
(১৬ পৃষ্ঠার পর)
দাবি সে গণিতে ১টি মাত্র ভুল উত্তর দিয়েছে। ফল প্রকাশের পর তা উল্টোভাবে দেখাচ্ছে।
অনিন্দ্য নামে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থী জানান, ভর্তি পরীক্ষায় তিনি ৮১৭ মেধাস্থান অধিকার করেছে। পরীক্ষায় পদার্থ বিজ্ঞানের এমসিকিউয়ের অংশে ১৪টি প্রশ্নের মধ্যে সঠিক উত্তর দিয়েছে ১৩টির। রসায়ন অংশে ১৫টির মধ্যে ১৩টির সঠিক উত্তর দিয়েছে। গণিতে ১৫টির মধ্যে সঠিক উত্তর দিয়েছে ৪টির। তবে তার অভিযোগ তিনি গণিত অংশে ১৩টি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। শুধু অনিন্দ্য নয় ফল প্রকাশের পর থেকে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী এমন অভিযোগ করেছেন।
এ বিষয়ে অবহিত করলে অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী সংবাদকে বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেসব অভিযোগ এসেছে, আমরা তা খতিয়ে দেখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছি। কারিগরি ত্রুটির কারণে ভর্তি পরীক্ষার তিনটি অংশের মধ্যে এমসিকিউ অংশে একটু ভুল ছিল। এটা কারও নজরে পড়েনি। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা ফল প্রকাশিত হওয়ার পরে আমাদের জানালে তখন বিষয়টি আমাদের নজরে আসে। এজন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ফলাফল স্থগিত করেছি। তিনি বলেন, পরিবর্তিত ফলাফলে নতুন কিছু শিক্ষার্থী পাস করবে, তবে যে আগে

পাস করেছে সে ফেল করবে না। তাঁর আরও বলেন, আমরা এটা নিয়ে কাজ করছি। খুব শীঘ্রই যা যা করণীয় সব করা হবে। পুনঃনিরীক্ষণ অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে বলে জানান তিনি।
এদিকে, চলতি শিক্ষাবর্ষে ‘ক’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ১৩ দশমিক ০৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এ বছর ‘ক’ ইউনিটে ১ হাজার ৭৯৫টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ৮৫হাজার ৮৭৯ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১১ হাজার ২০৭ জন শিক্ষার্থী।

ঢাবি ‘ক’ ও ‘চ’ ইউনিটের ভর্তিপরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রতিনিধি, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ক’ ইউনিট এবং চারুকলা অনুষদভুক্ত ‘চ’ ইউনিটে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান এই দুই ইউনিটের ভর্তিপরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। এ সময় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ক-ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, চারুকলা অনুষদের ডিন ও চ-ইউনিট ভর্তিপরীক্ষার সমন্বয়কারী অধ্যাপক নিসার হোসেন, অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, এ বছর ‘ক’ ইউনিটের নৈর্ব্যক্তিক ও লিখিত অংশে সমন্বিতভাবে পাস করেছেন ১১ হাজার ২০৭ জন পরীক্ষার্থী। সমন্বিতভাবে পাসের হার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। ‘ক’ ইউনিটের এক হাজার ৭৯৫টি আসনের বিপরীতে এবার ৮৮ হাজার ৯৯৬ জন ভর্তিচ্ছু আবেদন করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেন ৮৫ হাজার ৮৭৯ জন। এর মধ্যে ১১ হাজার ২০৭জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা ভর্তিপরীক্ষার ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পারবেন। এছাড়া যেকোন মোবাইল ফোন থেকে এসএমএস পাঠিয়েও ফলাফল জানা যাবে।

২০০ নম্বরের মধ্যে ১৭৮ নম্বর পেয়ে এবার ‘ক’ ইউনিটের মেধাতালিকায় প্রথম হয়েছেন নটরডেম কলেজের মো. ইশরাক আহসান। ১৭৭ দশমিক ২৫ নম্বর যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন আসিফ আজাদ ও সাত্তিক ইসলাম রিদম।

ক-ইউনিটে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিতরা আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিষয়ের পছন্দক্রম পূরণ করতে পারবেন। কোটায় আবেদনকারীদের ২২ থেকে ২৯ অক্টোবরের মধ্যে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে পূরণ করে তা সেখানেই জমা দিতে হবে। ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে এই সময়ের মধ্যে ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। এছাড়া অন্যসব তথ্যের জন্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট দেখতে বলা হয়েছে।

‘চ’ ইউনিটে ভর্তিযোগ্য ৩৪৩ জন

‘চ’ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় ১৩৫টি আসনের বিপরীতে ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন ৩৪৩ জন পরীক্ষার্থী। এ বছর এই ইউনিটে ১৬ হাজার ২ জন ভর্তিচ্ছু আবেদন করলেও পরীক্ষা দেন ১৩ হাজার ৭০৫ জন। চ-ইউনিটের অঙ্কন পরীক্ষায় ১ হাজার ২০২জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৩৪৩ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ২৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

চ-ইউনিটে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিতরা আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিষয়ের পছন্দক্রম পূরণ করতে পারবেন। কোটায় আবেদনকারীদের ২১ থেকে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে চারুকলা বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে ফর্ম সংগ্রহ করে পূরণ করে তা সেখানেই জমা দিতে হবে। ফলাফল নিরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে এ সময়ের মধ্যে ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে।

প্রসঙ্গত, ‘ক’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা গত ২০ সেপ্টেম্বর এবং ‘চ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সাধারণ জ্ঞান অংশ গত ১৪ সেপ্টেম্বর ও অঙ্কন অংশের পরীক্ষা গত ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।